গাংনীতে ব্র্যাকের ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত

টিবি,যক্ষ্মা,ম্যালেরিয়া,এইচআইভি এবং কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কার্যকমের উপর ওরিন্টেশেন সভা অনিুষ্ঠিত হয়েছে।]

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলার বামুন্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সভাকক্ষে ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসুচি ও বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বামুন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ওবাইদুর রহমান কমল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউপি সচিব মনিরুল ইসলাম।

এসব রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ক আলোচনা করেন ব্র্যাকের এরিয়া সুপারভাইজার (যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসুচি) আবু হানিফ মোড়ল।

ব্র্যাকের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার (গাংনী অঞ্চল) শহিদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সাব কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার নাজমুল হক,ইউপি সদস্যসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ওরিয়েন্টেশনে অংশ গ্রহন করেন।

গাংনীতে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাছের পোনা অবমুক্ত

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন জলাভূমি, বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত ও প্রতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে গাংনী উপজেলার ৯ টি জলাশয়ে ৩৫৭ কেজি

মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

জলাশয়গুলোর মধ্যে গাংনী উপজেলা পরিষদ পুকুরে ৩৭ কেজি, গাংনী এতিমখানা পুকুরে ৫০ কেজি, ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক সংলগ্ন কাজলা নদীতে ৩০ কেজি, নিত্যনন্দপুর নেলুয়ার বিলে ৪০ কেজি, জোড়পুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুকুরে ৪০ কেজি, তেঁতুলবাড়িয়া খালে ৩০ কেজি, সানঘাট হাফিজিয়া মাদ্রাসা পুকুরে ৪০ কেজি, দিগলকান্দি গুচ্ছগ্রাম পুকুরে ৫০ তেজি ও গাংনী থানা পরিষদ পুকুরে ৪০ কেজি মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ পুকুরে মাছ অবমুক্ত করেন জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামান।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোসুমী খানমের সভাপতিত্বে এই মাছ অবমুক্ত করণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসার খন্দকার শহিদুর রহমান ও খামার ব্যবস্থাপক ইকবাল শরিফ গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতুসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্তকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া গাংনী থানা পরিষদ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক। এসময় উপস্থিত ছিলেন, সেকেন্ড অফিসার আব্দুর রাজ্জাক, উপপরিদর্শক (এসআই) হাফিজুর রহমান, এসআই আতিকুর রহমান।

গাংনীতে গ্রাম্য সালিশে একজনকে নির্যাতন ঘটনায় ৩ মাতব্বর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীর বানিয়াপুকুর গ্রামে চুরির অপবাদে গ্রাম্য সালিশে বিচার করে জুবায়ের হোসেন (৪০) নামের একজনকে বেদম মারপিট

করে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে এবং এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার জুবায়ের হোসেন ষোলটাকা গ্রামের আইয়ুব হোসেনের ছেলে। আহত জুবায়ের হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জুবায়ের বাদী হয়ে ৮জনকে নামীয় ও আরো ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে গাংনী থানায় মামলা করে। গাংনী থানা পুলিশ গ্রাম্য মাতব্বর শরিয়তসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য দুজন আসামী হচ্ছেন- শহিদুল ইসলাম ও রাশেদুল ইসলাম বিদ্যুত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আহত জুবায়ের হোসেন জানান, তিনি সোমবার রাতে বানিয়াপুকুর গ্রামের পাশে নিজ পুকুর পাড়ে মাছ পাহারা করছিলেন। এসময় গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে আলাল, আচেল উদ্দীনের ছেলে রবিউল ও মোজাফের ছেলে আজাম্মেল ওই জুবায়ের হোসেনকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে জুবায়ের হোসেনের দুই পা হাত ও পিঠে জখম হয়। পরে তারা জুবায়েরকে প্রাইমারী স্কুলের একটি কক্ষে আটক রাখে।

মঙ্গলবার সকালে হেমায়েতপুর ক্যাম্প পুলিশের উপস্থিাতিতে সালিশ বৈঠকের ডাক দেয়া হয়। সালিশে জুবায়েরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৩০০ টাকা মুল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মুচলেকা নেয়া হয়। সেই সাথে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মারাত্মক আহত জুবায়েরকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বানিয়াপুকুর গ্রামের প্রধান মাতব্বর শরিয়ত জানান, গ্রামের লোকজন জুবায়েরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরে বিচার সালিশ বসিয়েছে তাই সামাজিক ভাবে তার বিচার করা হয়েছে। গ্রাম্য বিচারে আদায়কৃত টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হবে জানতে চাইলে তিনি সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে বলেও জানান তিনি। সালিশীতে একলাখ টাকা জরিমানা করতে পারে কি না? এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

ষোলটাকা গ্রামের সাবেক মেম্বর ময়নাল হক জানান, তিনিসহ ষোলটাকা গ্রামের লোকজন জুবায়েরকে নিতে এসেছিলাম কিন্তু বানিয়াপুকুর গ্রামের সমাজপতিরা জুবায়েরকে না দিয়ে জরিমানা করেছে এবং মুচলেকা লিখে নেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকার পরও কিভাবে সালিশের নামে মারধর করে তা বোধগম্য নয়। সমাজপতিরা যে মোটা টাকা জরিমানা করেছে তা

সম্পুর্ণ অবৈধ।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, জুবায়ের হোসেনের দায়ের করা মামলাটি আমলে নিয়ে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ইতোমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। আসামীদেরকে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য আসামীদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

গাংনীতে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত শরিফা গ্রেফতার

এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি শরিফা খাতুন (৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। শরিফা খাতুন গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা গ্রামের ডিগ্রী কলেজপাড়া এলাকার সামসুজ্জামান দুদুর মেয়ে।

গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম রবিবার দিবাগত রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শরিফা খাতুনকে গ্রেফতার করে। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শরিফা খাতুনকে সিআর ৩৮০/১৮ সেসন নং ১১২/১৯ মামলায় আদালত ১ বছর সাজা প্রদান করেন। এরপর থেকে সে পলাতক ছিল। আদালতের পরোয়ানা পেয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শরিফা খাতুনকে আজ সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করতে হচ্ছে।

যাত্রী ছাউনির পাশের এক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করে জানান- তপ্ত রোদের মধ্যে যাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করে বাসের জন্য। পথচারীরাও বিশ্রাম নেন এই যাত্রী ছাউনিতে। তিনি আরও জানান, রবীউল ইসলাম একজন প্রভাবশালী মানুষ। তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস করেনা। পাবনাগামি বাসের জন্য গাংনীর হিতিমপাড়ার রহমত আলী শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনসহ আসবাবপত্র নিয়ে যাত্রী ছাউনির পাশে অবস্থান করছিলেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন- উপজেলা পরিষদের সামনে এভাবে দখল করে পন্য বিক্রি কী প্রশাসন দেখতে পান। ডিলার প্রভাবশালী হবার কারণেই

উপজেলা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেন না। দখলদার ওএমএস ডিলার রবীউল ইসলাম জানান- সরকারি পণ্য সরকারি জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে । ব্যক্তিগতভাবেতো সুবিধা ভোগ করছিনা। এটাকে দখল বলা যাবে না।

উমীর স্বামী ও শশুরের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী গাংনীর নিশাত তাসনীম উর্মি হত্যা মামলার প্রধান আসামি তার স্বামী আশিকুজ্জামান প্রিন্স ও শশুর হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী হাসেমের দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মুঞ্জুর করেছেন আদালত।

রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রথম শ্রেনীর আমলী আদালত, গাংনীর সিনিয়র জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক হাসানের আদালতে শুনানি শেষে দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সোমবার ১৯ ও মঙ্গলবার ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাকে পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গাংনী থানায় নেওয়া হবে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন

জানান, হত্যার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে মামলার আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছিল। রবিবার দুপুরে শুনানি শেষে বিজ্ঞ আদালত তাদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার তাদের থানায় নেওয়া হবে। তিনি আরো জানান, মামলার ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছি। অন্য আসামী তার শাশুড়ীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী উর্মিকে তার মাদকাসক্ত স্বামী আশিকুজ্জামান গত ৮ সেপ্টেম্বর রাতে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছে বলে নাটক সাজানোর চেষ্টা করে। এঘটনায় উর্মীর পিতা সাবেক ছাত্রনেতা গোলাম কিবরিয়া বাদী হয়ে যৌতুক ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই দিনই উর্মীর স্বামী আশিকুজ্জামান প্রিন্স ও শশুর হাসেমকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদিকে উমী হত্যার বিচার চেয়ে তার সহপাঠি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন।

গাংনীর নওপাড়া বাজারে অসুস্থ্য গরুর মাংস বিক্রির অপরাধে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী নওপাড়া বাজারে অসুস্থ্য গরুর মাংস বিক্রির অপরাধে আব্দুল হামিদ নামের এক মাংস বিক্রেতার পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

একই সাথে সমস্ত মাংস জব্দ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাংস বিক্রেতা আব্দুল হামিদ নওপাড়া গ্রামের মুত আব্দুস সামাদের ছেলে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারি নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌসুমী

খানম জানান, নওপাড়া বাজারের মাংস বিক্রেতা আব্দুল হামিদ মেহেরপুর সদর উপজেলার ভবানীপাড়া গ্রামের এক নারীর কাছ থেকে একটি অসুস্থ্য গরু ক্রয় করেন এবং জবাই করে মাংস বিক্রি করছিলেন। এমন অভিযোগে আব্দুল হামিদকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম আটক করে আমার কার্যালয়ে নিয়ে আসলে অভিযোগ স্বীকার করেন আব্দুল হামিদ।

অভিযোগ প্রামাণীত হওয়ায় পশু জবেহ ও মাংস বিক্রি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ অনুযায়ী তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও মাংস জব্দ করে তা বিনষ্ট করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

এসময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোঃ মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থ্য গরুর মাংস মাটিতে পুতে দেয়া হয়েছে।

গাংনীর নওপাড়ার জোড়া হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

গাংনীর নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল ও তৌহিদুল হত্যা মামলায় ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস রায় দেন।

একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

দন্ডিতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের খেদের আলীর ছেলে বাদল হোসেন, ছহির উদ্দীন চৌকিদারের ছেলে আলামিন হোসেন ও হাসেম আলী।

তবে আদালতে শুধুমাত্র বাদল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।এই মামলায় দোষী প্রমানিত না হওয়ায় ১০ জনকে বেখসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

মামলার বিবরনে জানা যায়, ২০০৫ সালের ৫ জানুয়ারী রাত আনুমানিত সাড়ে ৮ টার দিকে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত একদল

সন্ত্রাসী নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল আলীর বাড়িতে হানা দেয়। এসময় বাহাজেল আলী ও তার আত্মীয় সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ওরফে তৌহিদ গল্প করছিলেন। সন্ত্রাসীদের দেখে তৌহিদ দৌড়ে পালিয়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ধরে আনার জন্য ঘরের দিকে যেতে চাইলে তাদের বাধা দেন বাহাজেল।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাহাজেল আলীকে রামদা দিয়ে কানের উপর কোপ দিলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। পরে সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ঘর থেকে টেনে হিচড়ে ভারতীয় নিয়ে যায় ভারতীয় ধলা সীমান্তে। সেখানে তাকেয় গুলি ও জবাই করে হত্যা করে ভারতীয় তার কাটার সাথে ঝুলিয়ে রাখে।

পরের দিন সকালে ভারতীয় তারকাটা থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ। এছাড়া বাহাজেলকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল ও পরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এঘটনায় তৌহিদুলের ভাই আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে ১৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার গাংনী থানার মামলা নং ৩. তারিখ ০৭/০১/২০০৫ ইং।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে ০৮/০৫/২০০৫ ইং তারিখে গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) মেজবাহ উদ্দীন ও আনোয়ার আলম আযাদ ১৩ জনের নামে চার্জশীট প্রদান করেন। মামলায় মোট ১৮ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় রাস্ট্রপক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামি পক্ষের কৌশলী ছিলেন অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, খন্দকার আব্দুল মতিন ও কামরুল ইসলাম।

গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে

বাল্য বিয়ে !

মেহেরপুরের গাংনীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন করে খুশি খাতুন নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

শুক্রবার (১৬ সেক্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদী গ্রামে নুরাল হোসেনের মেয়ে ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী খুশি খাতুন (১৪) এর ধুমধাম করে বরযাত্রী নিয়ে বিয়ের আয়োজন করে তার বাবা একই উপজেলার তেরাইল গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ইসাহক উদ্দিন(১৭) এর সাথে।

খুশির পিতার সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদ দেখতে চাইলে তা দেখাতে পারেনি। তবে খুশির পিতা নুরাল ইসলাম জানান মেয়ে দেখতে ছোট মনে হলেও বয়স হয়েছে।

বাল্য বিয়ে সম্পন্ন করেন করমদি সাহাবুরপাড়া জামে মসজিদের ইমাম সাজাহান আলী। সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে সটকে পড়েন ইমাম সাজাহান আলী।

বরের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, দেশে কত আইন আছে এতো আইন মানছে কয়জন। বিয়ে করেছি প্রশাসন যা পরে তাই করুক। আমি এসব আইনের তোয়াক্কা করিনা।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ সনের ৬ নং আইন এর বিশেষ ধারা মোতাবেক ছেলেদের ২১ এবং মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেয়া যাবেনা এমন নির্দেশনা থাকলেও মেহেরপুরের গাংনীতে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে খুবই কম।

এদিকে সুশীল সমাজ বলছে, প্রশাসনিক নজরদারী না থাকায় এসব বাল্য বিয়ে দেয়ার সাহস পাচ্ছে অভিভাবকরা।

অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ছেলে এবং মেয়ের উভয় পক্ষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাড়তে পারে সংসারে কলহ। বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানমের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নিতাম।